ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪৯ ● কলকাতা ● ০৮ পৌষ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ভিকির যে 'গুণ' দেখে সবচেয়ে বেশি রেগে যান ক্যাটরিনা

পৃঃ ৫

মেসির ম্যাচ দিয়েই এমএলএসের নতুন মৌসুম শুরু

পৃঃ ৬

নতুন রঙের ব্রিগেড দেখল কলকাতা

রবিবার ব্রিগেডে তিনটি বিশ্বরেকর্ড গড়ার দাবি আয়োজকদের। -- নিজস্ব চিত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' কর্মসূচির আয়োজকরা সেটাই বলতে পারতেন। কারণ, অসংখ্যের সঙ্গে কিছু যোগ বা বিয়োগ করলে সংখ্যাটা অসংখ্যই থেকে যায়। কিন্তু দাবি করা হয়েছে রবিবার ব্রিগেড ময়দানে ১ লাখ ৩৭ হাজার মানুষ সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠ করেছেন।তবে অনুষ্ঠানের নামেই যে হেতু সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে আর ব্রিগেড মানেই যেখানে মাথা গোনার রীতি সেখানে একটি প্রশ্নই ঘুরপাক খেয়ে গেল রবিবারের সমাবেশে। কত লোক হয়েছে? নানা সংখ্যা শোনালেন নানা জন। সে সবের থেকে অনেক বেশির ঘোষণা মঞ্চ থেকে। আর এ নিয়ে প্রশ্নে এই কর্মসূচির এক সংগঠক বললেন, "আমরা চেয়েছিলাম সন্ন্যাসীদের নিত্যকর্ম আর মৃতদেহের বুক থেকে গীতাকে নামিয়ে সাধারণের হাতে দেওয়ার। সে লক্ষ্য সার্থক।" সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের মধ্যে এতেই 'লক্ষ'পূরণ দেখছেন গেরুয়া শিবিরের অনেকেই। তাতে বিশ্বরেকর্ড হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। তবে সে সব বাদ দিলে রবিবার আসলে এই প্রথম বার অন্য এক ব্রিগেড দেখল কলকাতায়। যেখানে রাজনৈতিক স্লোগান নেই, মঞ্চে প্রায় সকলেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী।

বাংলায় বরাবর রাজনৈতিক শক্তিপ্রদর্শনের ভূমি হয়েছে ব্রিগেড। এই ময়দানেই ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার ততকালীন প্রধান নিকোলাই বুলগানিন ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভকে সংবর্ধনা দেন

এরপর ৩ পাতায়

বিরোধীদের হারাতে পরিকল্পনা শাহের!

নেতা-কর্মীদের টার্গেট ফিক্স করে দিলেন 'হোম'টাস্ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃতীয়বারের জন্য বিজেপির মসনদে ফেরার লড়াই। নেতৃত্বে নরেন্দ্র মোদী। একাই ক্ষমতায় ফেরার পরিকল্পনা বিজেপির। সেই পরিকল্পনায় বড় ভূমিকা রয়েছে প্রাক্তন সভাপতি অমিত শাহের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই পরিকল্পনার কথাই নেতা কর্মীদের মনের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে চাইলেন।

সূত্রের আরও খবর, অমিত শাহ বুথ ম্যানেজমেন্ট এবং পান্না প্রধান সিস্টেমের কার্যকারিতা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। গত বিধানসভা ভোটের সময় তিনি দলের কর্মীদের ৫০ শতাংশ ভোট বিজেপির দিকে আনার কথা বলেছিলেন। এবার আরও ১০ শতাংশ ভোট বিজেপির দিকে আনার কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত গত ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোটের ভাগ ছিল ৩৭.৪ শতাংশ।

অমিতশ শাহ তাঁর পরামর্শে বলেছেন, মোদী সরকারের গত নয় বছরের বেশি সময়ের কল্যাণমূলক ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলি নিয়ে ভোটারদের কাছে পৌঁছতে হবে। আলোচনায় স্থান পেয়েছিল রামমন্দিরের কথাও। আগামী বছরের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যা রামমন্দিরের উদ্বোধন। রামমন্দির তৈরির বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও যে পূরণ হতে চলেছে, তা নিয়ে প্রচার পুস্তিকে বের করতে পারে গেরুয়া শিবির। দলের সদর দফতরে জাতীয় পদাধিকারীদের নিয়ে সভা সদ্য শেষ হয়েছে। সেখানেই অমিত শাহ বুথ পরিচালনায় দলের কর্মীদের আরও বেশি করে মনোনিবেশ করতে বলেছেন। তা হলেই আরও বড় ব্যধানে জয় আসবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

অমিত শাহ এব্যাপারে টার্গেট ফিক্স করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন , ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের তুলনায়

এরপর ৩ পাতায়

টেটের প্রশ্ন ফাঁস, মানতে নারাজ পর্ষদ সভাপতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১২টা থেকে শুরু হয় টেট পরীক্ষা। শুরুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় একটি প্রশ্নপত্র। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। একে ঠিক প্রশ্ন 'লিক' হয়েছে বলে মানতে নারাজ পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। তাঁর দাবি যে সময় প্রশ্নপত্রটি বাইরে চলে আসে সেই সময় পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যেই ছিলেন।এই ইস্যুতে শাসকদলকেই নিশানা করেছেন, সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, যারা পরীক্ষা নিচ্ছেন বা পরীক্ষা নিয়োগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। দুর্নীতিমুক্ত কোনও কিছুই করতে পারে না। এরা ছাত্রদের দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।'

সভাপতি গৌতম পাল বলেছেন, 'একে কোনও ভাবে প্রশ্নপত্র লিক বলা চলে না। কারণ যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন পত্র ছড়িয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সেই সময় পরীক্ষার্থীরা হলের ভিতরে। ৮০০ কাছাকাছি সেন্টার। আমরা চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য মোবাইল বাইরে রেখে যাতে চাকরি প্রার্থীরা পরীক্ষা হলে ঢোকেন।আমার মনে হয় পর্ষদকে কলুষিত করতে ইচ্ছাকৃত এটা করা হয়েছে।'প্রশ্ন প্রকাশ্যে এসে যাওয়ার বিষয়টি সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, ইচ্ছাকৃত ভাবেই প্রশ্নপত্র বাইরে আনা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'অনেক জায়গায় এমন কোনও ব্যক্তি রয়েছেন যারা

এরপর ৩ পাতায়

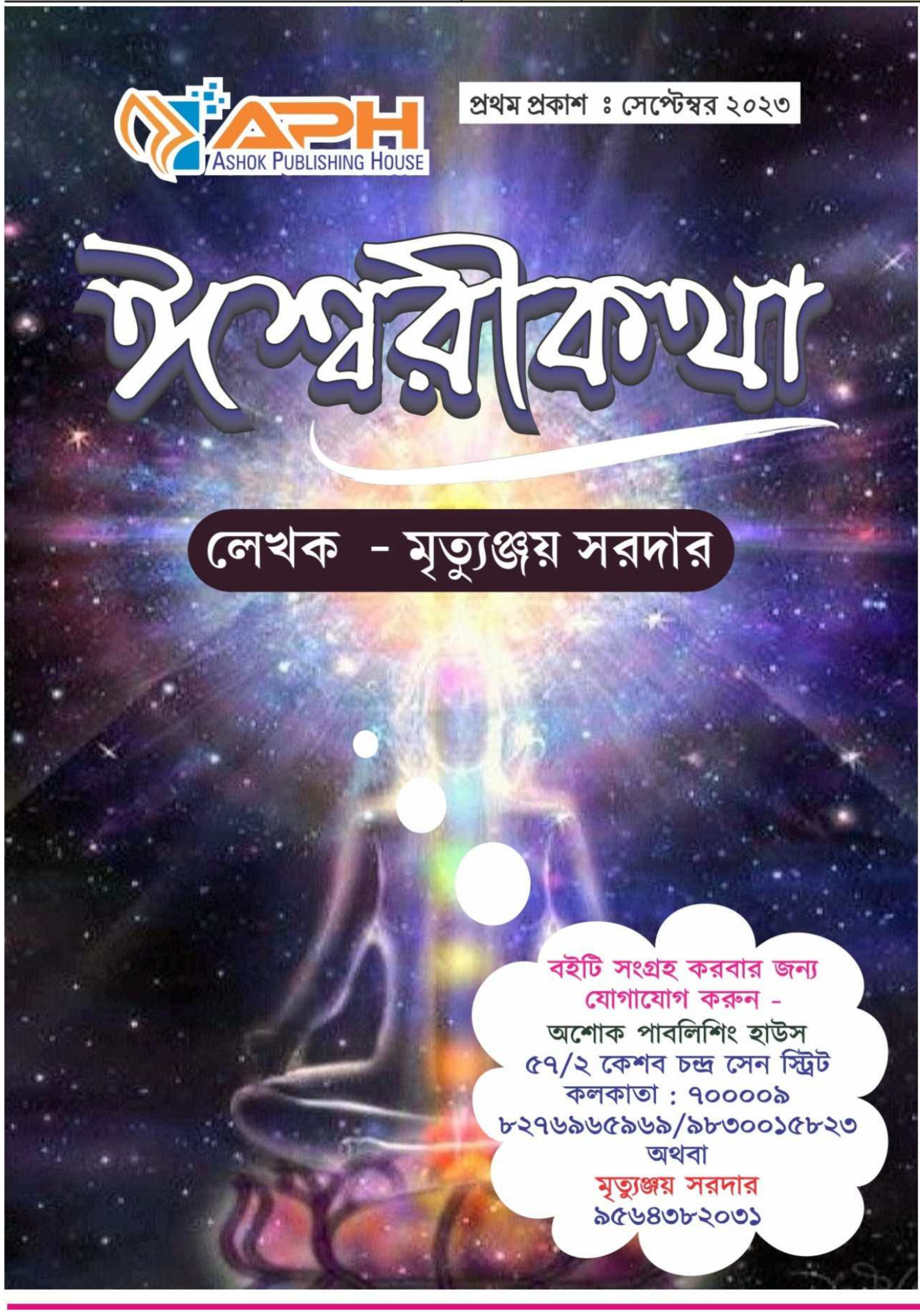

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

- ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।
- আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।
যোগাযোগ-
9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বর্ধমান খাসকথা পত্রিকার গুণীজন সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার স্বপন দত্ত বাউল পূর্ব বর্ধমান নিউজ সারাদিন : পূর্ব বর্ধমান স্টেশন রোড জগরী হলে পূর্ব বর্ধমানের খাস কথা পত্রিকার ২১ তম বর্ষ উদযাপন ও গুণীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো রবিবার । খাস কথা পত্রিকার সম্পাদক মাধব ঘোষ এর উৎসাহ উদ্দীপনায় ব্যবস্থাপনায় এই মহতী অনুষ্ঠানে সাড়া দিয়ে বর্ধমানের কবি লেখক বাচিক শিল্পী ও সঙ্গীত শিল্পী এবং সাংবাদিকদের ভিড় চোখে পড়ার মত। রবীন্দ্রসঙ্গীত গানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গুণীজন ব্যক্তিত্ব কে দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সম্পাদক এবং দীর্ঘদিনের বর্ষীয়ান সাংবাদিক মাধব ঘোষ মহাশয়। অনুষ্ঠানে আগত কবি লেখক শিল্পীদের পরিবেশনায় গান, কবিতা পাঠ, আলোচনা বার্ষিক পত্রিকার মোরক উদ্বোধন অনুষ্ঠান কে আনন্দ মূখর করে তোলে। সব চেয়ে বড় আকর্ষণ খাস কথা পত্রিকার মনোনীত বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গ দের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র, এবং সারক সম্মান দিয়ে গুণীজন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। হাসি খুশী আনন্দে সঙ্গীত কবিতা পাঠে এবং গুণীজনকে সম্মান জানানো দেখে হল ভর্তি দর্শক খাস কথার এই মহতী অনুষ্ঠানকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বাংলায় সত্যিকারের সান্তা ক্লজের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়', দাবি করলেন মেয়র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জোরকদমে রাজ্যজুড়ে চলছে প্রস্তুতি। তার সঙ্গে সান্তা ক্লজের অপেক্ষা। উপহার নিয়ে কি আসবে সান্তা ক্লজ? এই আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় সত্যিকারের সান্তা ক্লজ বললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ক্রিস্টমাস কার্নিভালের উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সান্তা ক্লজ বলে দাবি করেন তিনি।আর কী জানা যাচ্ছে? আজ স্বাস্থ্যসাথীর কথাও বলেছেন ফিরহাদ হাকিম। তাঁর কথায়, 'সরকারি থেকে বেসরকারি সমস্ত হাসপাতালে অসুস্থ মানুষদের চিকিতসায় সান্তা ক্লজ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও দেন। বাংলায় সান্তা ক্লজের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী যাতে দীর্ঘায়ু হন, সুস্থ সবল, কর্মক্ষম থাকেন, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।' এখন বড়দিন উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে শহর। পার্কস্ট্রিট থেকে বো-ব্যারাক আলো ঝলমল করছে। ছুটির আমেজে এই ক্ষণে অনেকেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। বড়দিনে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ছে কলকাতা। শহরে নজরদারিতে থাকবেন ৩ হাজারের বেশি পুলিশ। উল্টোডাঙার মুচিবাজারে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং ৩ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান অনিন্দ্যকিশোর রাউতের উদ্যোগে ক্রিস্টমাস কার্নিভাল শুরু হয়। যা আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

এদিকে ইতিমধ্যেই দোকানে বিক্রি হচ্ছে কেক, পথ সেজেছে আলোর রোশনাইয়ে। আর সুসজ্জিত রঙিন পোশাক পরা মানুষের ঢল নেমে পড়েছে রাজপথে। সান্তা ক্লজের উপহারের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে কচিকাঁচারা। রূপকথায় আজও তারা বিশ্বাস করে। এবার এই উৎসবের মরশুমে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই সান্তা ক্লজ বলে দাবি করলেন কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর দাবি, শুধু বড়দিনের সময় নয়, সারা বছরই রাজ্যের মানুষকে নানা উপহার দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন যিনি, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই বাংলার সান্তা ক্লজ।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করতে শোনা যায় আজ পুরমন্ত্রীর গলায়। আজ, রবিবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আগে সান্তা ক্লজের উপহারের আশায় রাত জেগে বসে থাকতাম। ঘুম থেকে উঠেই দেখতাম মাথার কাছে সাজিয়ে রাখা নানা উপহার। শিশুমন বিশ্বাস করত, সান্তা এসেই সেসব দিয়ে গিয়েছে। বড় হয়ে বুঝতে পারলাম, মা-বাবাই সান্তার ভূমিকা পালন করেন। এখন আমি উপলব্ধি করছি, সান্তা ক্লজ সত্যিই আসে। শুধু ক্রিস্টমাসের সময় আসে না, সারা বছর আসে। যে ছোট মেয়েগুলিকে বলা হয় যে, আর পড়াশোনা করার টাকা নেই, বিয়ে দিয়ে দেব। তখন সেই সান্তা ক্লজ এসে তাকে কন্যাশ্রীর টাকা দিয়ে বলে তোমাকে এখনও পড়তে হবে, জীবনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মেয়ের বিয়ে কী করে দেব? এই চিন্তায় পড়লেই সান্তা ক্লজ এসে বলে রূপশ্রীর কার্ডটা নাও। মেয়ের বিয়ে সসম্মানে দাও। একজন বাংলার সেই সান্তা ক্লজ আছেন, যিনি সবকিছু আমাদের দিয়েছেন। সেই সান্তা ক্লজের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় সত্যিকারের সান্তাক্লজের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

আবারও সুন্দরবন এলাকায় কম্বল বিলি করেন কাঁটামারী বালক সংঘ

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্টাফ রির্পোটার : ২৪শে ডিসেম্বর কাঁটামারী বালক সংঘের পরিচালনায় এই শীতের দিনে সুন্দরবন এলাকায় দূঃস্ত মহিলা ও বয়স্ক ব্যাক্তি হাতে পঞ্চাশ টি কম্বল ও পঞ্চাশ টি শাড়ী তুলে দেন কাঁটামারী বালক সংঘের সম্পাদক সমতুল নস্কর ও সদস্য বৃন্দ। আর্থিক সহযোগিতা করেন কলকাতার মাননীয় সুজন চৌধুরী মহাশয়,ও সন্তোষ পুরে সুব্রত চক্রবর্তী।শীতের দিনে এই কম্বল ও শাড়ী পেয়ে খুব খুসি বলে আমাদের প্রতিনিধি কে জানালেন।

২৩ তম বর্ষ খাল বিল চুনোমাছ, পিঠেপুলি ও প্রাণী পালন উৎসব

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : প্রতিবছরের মতো এই বছরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের কোবলা বিদ্যানগর পূর্ব বর্ধমান বাশদহ বিলে খাল বিল চুনো মাছ পিঠে পুলি ও প্রাণী পালন উৎসব ২০২৩। খাল বিল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় এবং মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বিলের পারে মেলা। ২৫শে ডিসেম্বর এবং ২৬ শে ডিসেম্বর দুদিন ব্যাপী হয় এই মেলা।

খাল বিল জলাশয় কে যিনি রূপসী বাংলা কন্যা সম মনে করে নিউ ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন এবং মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি আমাদের কাছে অনন্যা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

সাংবাদিক সম্মেলন করে মন্ত্রী জানিয়েছেন বাশদহ বিল, চাঁদের বিল, চকরাহাত পুর, মুন্সিপাড়াঘাট, কুঠিরপাড়া ও আলুর ডাঙ্গা এই কয়টি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। ২৩ শে ডিসেম্বর শনিবার বিকেল বেলায় দোল গোবিন্দপুর মুড়িগঙ্গার পাড় থেকে দক্ষিণ শ্রীরামপুর অটো স্ট্যান্ড পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ২৪ শে ডিসেম্বর বিকেল তিনটেয় বড় কোবলা বাশ দহ বিলেরপাড় থেকে চাঁদের বিল মুন্সিপাড়া ঘাট পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার সকাল দশটায় শুভ উদ্বোধন, উদ্বোধক বিপ্লব রায়চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবে মন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উজ্জ্বল বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবে পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, বর্ধমান জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি, জেলা আরক্ষ্য অধিকারী অমনদীপ, মহকুমা শাসক কালনা মহকুমা শুভম আগারওয়াল। ২৬ শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষাদপ্তর মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের সহযোগিতা করছে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর ও মৎস্য দপ্তর, পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতি, শ্রীরামপুর ও সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েত, বড় কোবলা চাপাহাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, শ্রীরামপুর পূর্বস্থলী সংস্কৃতি ও ইতিহাস পরি মন্ডল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

শিক্ষক বিভাস বিশ্বাস জানান দু'দিনব্যাপী এই উৎসবে থাকবে বাঁশদহ বিলের ভাসমান মঞ্চ ও চাঁদের বিল ও বাঁশ দহ বিলের পারে বিভিন্ন মঞ্চে সানাই, পল্লীগীতি,বাউল ও ভাটিয়ালি গান। বিলের পারে যা খুশি আঁকো প্রতিযোগিতা, মৎস্য ও প্রাণী পালনের সচেতনতা শিবির। বিলের জলে তালের ডিঙি , নৌকা বাইচ ও সাঁতার প্রতিযোগিতা, সন্ধ্যায় বিলের জলে কলার ভেলায় মাটির প্রদীপ ভাসানো এবং সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে দুই দিনব্যাপী।

নবদ্বীপ বকুলতলা হাই স্কুলের সার্ধ্য শতবর্ষ উপলক্ষে শিশু কিশোর বইমেলা

নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নদীয়া জেলার নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের গৌরবময় সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে শুভ সূচনা হবে শিশু কিশোর বইমেলা দিয়ে। আগামী ৩,৪,৫ জানুয়ারি ২০২৪ নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে।সার্ধ শতবর্ষ উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই মেলার উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিশু সাহিত্যিক রতন তনু ঘাঁটি,প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাংবাদিক ও এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র গৌড় কিশোর ঘোষের কন্যা কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপিকা সোহিনী ঘোষ। মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিন তিনটা থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে কুইজ প্রতিযোগিতা। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী এবং অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত দুটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। কুইজের বিষয় সাহিত্য ও সমাজ।এই দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে ছোটদের বড় নাটক বিডন স্ট্রিট শুভম (কলকাতা) আয়োজিত সুকুমার রায়ের হ য ব র- ল। ৪ঠা জানুয়ারি নবদ্বীপের বিভিন্ন সংগীত শিল্পীদের নিয়ে পরিবেশিত হবে সংগীত সন্ধ্যা। ৫ই জানুয়ারি শেষ দিন সন্ধ্যায় থাকবে নবদ্বীপে এই প্রথম গানে গানে জনপ্রিয় নবীন কণ্ঠ মেঘলা দাশগুপ্তর সংগীত। তিন দিনব্যাপী থাকবে বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিশু কিশোর মেলায় আসবে কলকাতা থেকে শিশুদের জন্য বিভিন্ন বুক স্টল। এই শিশু কিশোর বই মেলায় বিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

আগামী ২২ জানুয়ারী অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অযোধ্যা পাহাড় যাত্রা কর্মসূচী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে" উপস্থিত থেকে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী আরেকটি ঐতিহাসিক কর্মসূচীর ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাস্থিত অযোধ্যা পাহাড় ও সীতাকুন্ড সংলগ্ন অঞ্চলে "সীতা রাম" মন্দির স্থাপন করার । এটা আমাদের কাছে খুব দুর্ভাগ্যজনক যে সনাতনী হিন্দুদের আবেগ রাম মন্দির পুনঃনির্মাণের দিনে উত্তর প্রদেশের যোগী সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তা জনিত কারন দেখিয়ে মাত্র সাত হাজার মানুষ যারা সরকার ঘনিষ্ঠ বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব তাদেরই শুধু রাম মন্দির উদঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দিয়েছেন । কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রচার কি প্রভু রামচন্দ্রের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ? এটা খুব দুঃখের যে এই রামমন্দির জনআন্দোলনের পিটিশন আমরা অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা করেছি, অথচ আজ আমরাই সেই অনুষ্ঠানে ব্রাত্য । উপযুক্ত সম্মান দিয়ে ডাকা হয়নি আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ লালকৃষ্ণ আদবানিজি এবং মুরলী মনোহর যোশী জিকেও । তাই ভারত বর্ষের সমস্ত রাজ্যের মানুষদের আমরা আহবান জানাচ্ছি অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ওই ২২ সে জানুয়ারী ২০২৪ তারিখেই "অযোধ্যা পাহাড় যাত্রার"। অযোধ্যা যেমন প্রভু শ্রীরামের জন্মভূমি, সেই রকম আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাস্থিত অযোধ্যা পাহাড় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কর্মভূমিও । এখানে প্রভু রাম, দেবী সীতা এবং লক্ষণজী বেশ কিছু দিন সময় কাটান । এমনকি তৃষ্ণার্ত সীতা দেবীকে জল দিতে গিয়ে প্রভু রাম তীর দিয়ে ভূগর্ভের সুমিষ্ট জল তুলে আনেন, যা আজ সীতাকুন্ড নামে বিখ্যাত । যেহেতু ভগবান রামচন্দ্রের পরবর্তী অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই আমরা অযোধ্যা পাহাড়ের উপর গীতাপাঠ অনুষ্ঠান করতে চলেছি ২২ সে জানুয়ারী তারিখে এবং ভবিষ্যতে এই অঞ্চলেই আমরা ঐতিহাসিক "সীতারাম মন্দির" স্থাপন করার সংকল্প নিচ্ছি । আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করছি আগামী ২২ সে জানুয়ারী আমাদের "অযোধ্যা পাহাড় চলো" অভিযানকে সাফল্যমন্ডিত করতে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন যেন সম্পূর্ণ ভাবে সহযোগিতা করে । আমরা কোনো মূল্যেই প্রভু রামের প্রতি আমাদের ভক্তিকে নিয়ে বাণিজ্যিকীকরণ বা রাজনীতিকরণের পক্ষে নই, বরং আমরা চাই প্রভু রামের আদর্শে যাতে আমরা আমাদের চরিত্রকে গঠন করতে পারি এবং তবেই কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রকৃত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

নতুন রঙের ব্রিগেড দেখল কলকাতা

রবিবারের জমায়েতের একাংশ। -- নিজস্ব চিত্র

প্রধানমন্ত্রী নেহরু। আবার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গঠনের পরে ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিব রহমানের সমাবেশও ব্রিগেডে ইতিহাস তৈরি করে। তার আগে ১৯৬৯ সালে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গড়ে ব্রিগেডে বিজয় উতসব পালন করে বামফ্রন্ট। আবার বাম জমানার শেষে ২০১১ সালে ব্রিগেডেই তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিহাস আরও রয়েছে। ১৯৭৭ সালে এই ময়দানেই জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বক্তৃতা করেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। আবার ১৯৮৮ সালে ব্রিগেডে নতুন ইতিহাস তৈরি করে একই মঞ্চে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ, জ্যোতি বসু, অটলবিহারী বাজপেয়ী হাতে হাত ধরে ছিলেন। এর সবক'টিতেই ছিল রাজনৈতিক দলের উদ্যোগ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি। সে সবের থেকে একেবারে আলাদা রবিবারের গীতাপাঠের ব্রিগেড। যেখানে স্লোগানের বদলে মন্ত্র-স্তোত্র, ধূপধুনোর গন্ধ। ঢাক, কাঁসর, শঙ্খ, উলুধ্বনিতে পুজোর আবহ।

এমন এক সমাবেশে কথা দিয়েও কথা না রেখে অন্য ব্রিগেড তৈরিতে যেন সাহায্যই করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আয়োজকরাই বলছেন, প্রধানমন্ত্রী না আসায় এক দিক থেকে ভালই হয়েছে। প্রথমে যখন এই কর্মসূচির পরিকল্পনা হয় তখন অবশ্য কোনও বিশিষ্টের উপস্থিতির কথা ভাবা হয়নি। পরে ঠিক হয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আসবেন। তারও পরে আসে মোদীর নাম। সম্মতি মিলতে তা নিয়ে প্রচার হলেও প্রায় শেষ বেলায় সফর বাতিলের কথা জানায় প্রধানমন্ত্রীর দফতর। রবিবার ব্রিগেডে হাজির থাকা সন্ন্যাসী সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর মুখে শোনা গেল মোদী না থাকায় 'শাপে বর' প্রবাদ। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিল হয়ে শাপে বর হয়েছে। সবই ভগবানের ইচ্ছায়। এই যে এত মানুষ গীতার টানে এসেছেন সেটাকে বলা হত মোদীর টান। সভায় 'মোদী মোদী' স্লোগানও উঠতে পারত। তার বদলে শুধুই ভক্তির পরিবেশ। ভগবানের নামই স্লোগান হয়েছে। ইতিহাস এটাকে 'মোদীর ব্রিগড' নয়, 'গীতার ব্রিগেড' বলবে। এই ময়দান তো আজ ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র।" প্রসঙ্গত, রবিবারের ব্রিগেডে শোনা গেল নতুন স্লোগান 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, গীতাপাঠ ঘরে ঘরে'।

তবে ভক্তির ব্রিগেড সঙ্গমে মিশেছে রাজনীতিও। তবে মঞ্চের নীচে। বিজেপির প্রায় সব সাংসদ, বিধায়ক, রাজ্য নেতানেত্রীরাই উপস্থিত ছিলেন। গীতাপাঠে অংশও নিয়েছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে আরএসএস-এর প্রথম সারির রাজ্য নেতাদেরও দেখা গিয়েছে পাঠের আসনে। আড়ালে গোটা গেরুয়া শিবির থাকলেও আয়োজকদের দাবি ছিল রাজ্যের সাড়ে তিন হাজারের বেশি ধর্মীয় সংগঠন যুক্ত হয়। জমায়েতের বড় অংশই ছিল সেই সব সংগঠনের ভক্তেরা। তার সঙ্গেই মিশে ছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকা আসা বিজেপি কর্মী, সমর্থকেরা। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী প্রথমে দ্বারকামঠের শঙ্করাচার্য সদানন্দ সরস্বতীকে নিয়ে শোভাযাত্রা, নজরুলগীতি 'হে পার্থসারথি', সমবেত শঙ্খবাদন ইত্যাদি হয়ে যায়। এর পরে গীতার চারটি অধ্যায় পাঠ হয়।

মূল অনুষ্ঠানের শেষ এখানেই। তবে এর পরে মঞ্চে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে আনলেন 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' আয়োজনের সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীর মুখে সরাসরি এল রাজ্য সরকারকে আক্রমণ। বললেন, "আমরা অনেক আর্জি জানিয়েছিলাম এই কর্মসূচির দিন যাতে টেট না হয়। কিন্তু আমাদের আর্জি শোনা হয়নি।" টেটের দিন পিছিয়ে এই রবিবারে ফেলার পিছনে রাজনীতি রয়েছে বলেও দাবি করেন প্রদীপ্তানন্দ। তাঁর বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামও। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখিয়ে সমাজের অসুরদের নাশ করারও ডাক দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে বললেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমরা না থাকলে পদ্মফুলও ফুটবে না, ঘাসফুলও ফুটবে না, কাস্তে হাতুড়িও থাকবে না।"

ব্রিগেডে গীতাপাঠে মগ্ন বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি। -- নিজস্ব চিত্র

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব

(চতুর্থ পর্ব)

প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন

ক্রমশঃ

সুবল মান্নাকে শোকজ নিয়ে মুখ খুললেন

'গুরুদেব' শিশির, যা বললেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুরুদেব' শিশির অধিকারীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে চরম বিপাকে কাঁথির পুরপ্রধান সুবল মান্না। ইতিমধ্যেই দল তাঁকে এই ঘটনার জন্য কারণ দর্শানোর চিঠি ধরিয়েছে। পাল্টা সুবলও বলেছেন, যা বলার তিনি ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জানাবেন। তবে গত কয়েকদিনে এ নিয়ে কথা বলতে চাননি, যাঁকে প্রণাম করা নিয়ে এত বিতর্ক সেই শিশির অধিকারী।এদিন ভগবানপুর উতসবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিশির অধিকারীকে এই ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এসব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেপুলের ব্যাপার। এসবে আমাকে জড়িও না। একেবারে বাচ্চার খেলা। এত কিছু তো বলতেই পারব না। মঞ্চে বসে আছি। একজন এসে প্রণাম করল। পরে বুঝলাম ও সুবল মান্না।" কাঁথি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ পণ্ডা জানান, সুবল মান্নাকে যে শোকজের চিঠি দেওয়া হয়েছে, ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তার উত্তর এখনও আসেনি। দল পুরো ব্যাপারটাতেই নজর রেখেছে।অবশেষে রবিবার প্রতিক্রিয়া দেন কাঁথির তৃণমূল সাংসদ। বলেন, 'এসব বাচ্চাদের খেলা'। অন্যদিকে শোকজের চিঠি পাওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও তাঁর কোনও জবাব সুবল মান্না দলকে দেননি।

কাঁথির একটি বেসরকারি স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল চলতি সপ্তাহে। আমন্ত্রিত ছিলেন কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী, কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুবল মান্না। সেখানেই মঞ্চে সুবল শিশিরবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। যা ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধে। সুবল মান্নার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে দলের অন্দরে।কাঁথি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি বলেন, যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালবেসে দলটা করেন, তাঁদের এই ধরনের ঘটনা দেখলে খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। কারণ, শিশিরবাবুর পরিবারের লোকেরাই দিনরাত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুতিসত ভাষায় আক্রমণ করেন।

১-ম পাতার পর

বিরোধীদের হারাতে পরিকল্পনা শাহের! নেতা-কর্মীদের টার্গেট ফিক্স করে দিলেন 'হোম'টাস্ক

২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে ভোট শেয়ার বাড়াতে হবে ১০ শতাংশের বেশি। বিজেপির সব রাজ্য সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পদাধিকারীরা এই সভায় হাজির ছিলেন। তাঁরা ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে ভোটের কৌশল নিয়ে মত বিনিময় করেছেন বলে জানা গিয়েছে। বিজেপির বৈঠক শেষ হওয়ার পরে অমিত শাহ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্বে তিনটি রাজ্যে বড় জয় পেয়েছে দল। অমিত শাহ বলেছেন, এই জয় প্রমাণ করে দিয়েছে, দেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস রয়েছে মোদীর প্রতি।

অমিত শাহ আরও বলেছেন, বিজেপির আদর্শ ও সরকারের ঐতিহাসিক কাজ দেশের প্রতিটি ঘরে নিয়ে যেতে হবে এবং ২০২৪-এ অভূতপূর্ব সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে মোদীজিকে আবার প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। সূত্রের খবর, অমিত শাহ বলেছেন, দেশের জনগণের মনোভাব ইতিবাচক। গত ১০ বছরে সরকার যেভাবে প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে তাতে জনগণ খুশি।সূত্রের খবর অনুযায়ী তিনি বলেছেন, দলের উচিত নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করা। নরেন্দ্র মোদীকে দেশের সব থেকে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী বলেও বর্ণনা করেছেন তিনি। অমিত শাহ রাজ্য নেতাদের বলেছেন, বুথ পরিচালনায় নজর দিতে হবে। দেরি না করে এব্যাপারে দলের ক্যাডারদের দায়িত্ব দিতে হবে।

১-ম পাতার পর

টেটের প্রশ্ন ফাঁস, মানতে নারাজ পর্ষদ সভাপতি

কেউ সিপিএম বা বিজেপি সমর্থক, তারা এই কাজ করতেই পারেন। প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে বাইরে তা পোস্ট করে দিলেন। অর্ন্তঘাতের জন্য এই কাজ করতেই পারেন। কিন্তু আসল বিষয় হল যে সময় এই ঘটনা ঘটেছে সেই সময় পরীক্ষার্থীরা হলের ভিতরেই ছিলেন। ফলে যারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এই সব চাঞ্চল্যকর, বিস্ফোরক বলে বিশেষণ আদায়ের চেষ্টা করছেন তাঁদের সঙ্গে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

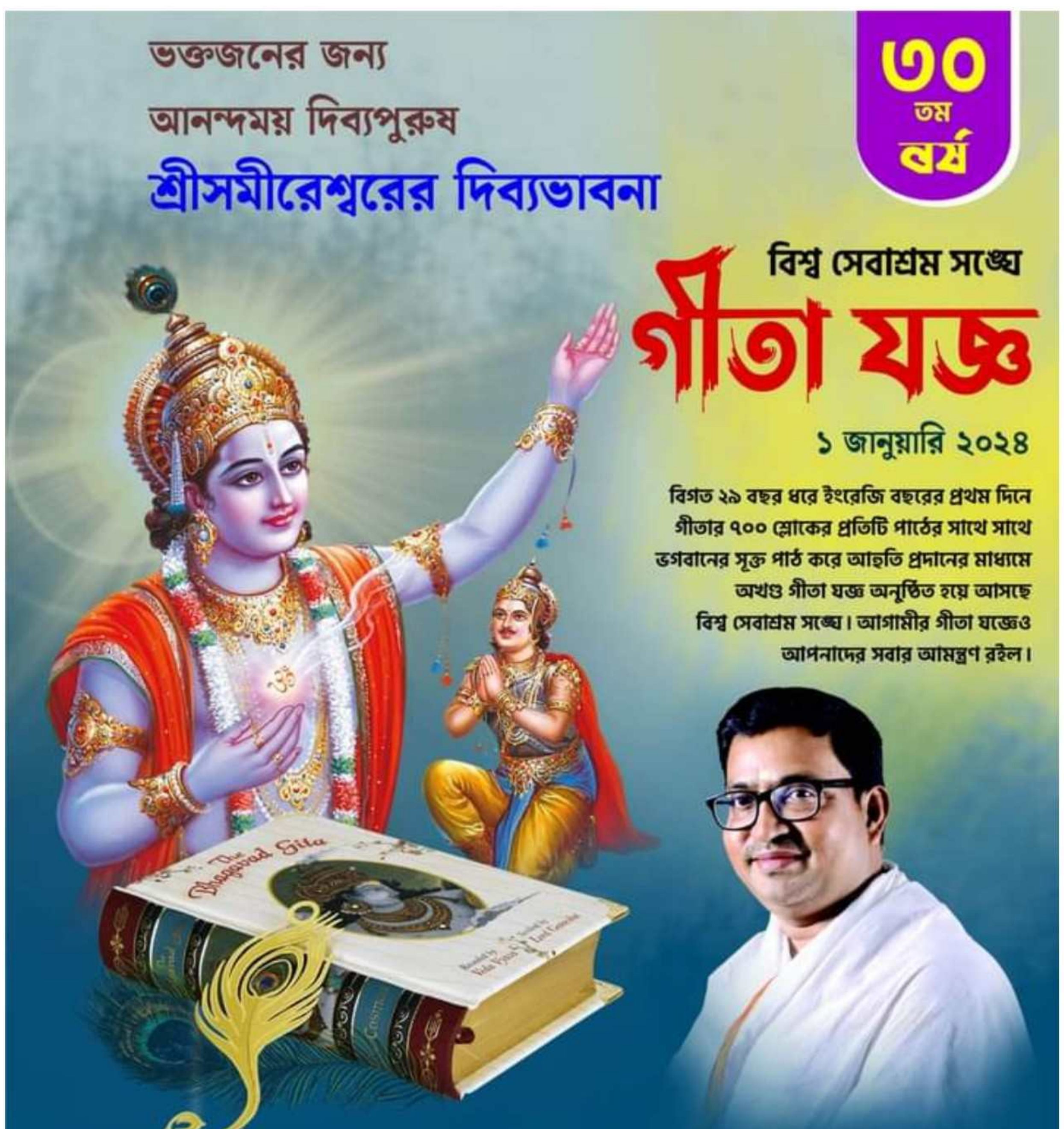

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩৪৯ সংখ্যা ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ সোমবার ০৮ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শুভেন্দুর মুখে রাজ্যপালের সমালোচনা

শেষ মুহূর্তে যাদবপুরের উপাচার্যকে সরিয়ে দিয়েছিলেন আচার্য সি ভি আনন্দ বোস। অভিযোগ, বিনা অনুমতিতে সমাবর্তন অনুষ্ঠান করছেন ভিসি। শেষপর্যন্ত রাজয় সরকারের হস্তক্ষেপে সমাবর্তন হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। তবে তিনি ডিগ্রি দেননি।

অন্যদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, এটা বেআইনি সমাবর্তন। সমাবর্তন যদি আচার্যের অনুমতি বিনা হয় তাহলে তা কোনও মতেই হতে পারে না।

এদিকে, যাদবপুরে সমাবর্তন শেষে কেঁদে ফেললেন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ। এই পরিনাম পাওনা ছিল না। এমনটাই মত উপাচার্যের। এনিয়ে বুদ্ধদেববাবু বলেন, পড়ুয়ারা কেউ তিন বছর, কেউ ৪ বছর, কেউ ৫ বছর পড়াশোনা করেছে। তারা সারা পৃথিবীর সম্পদ। সেই সম্পদকে এক লহমায় নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা আমার ভেতরটাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। গত চার মাস ধরে সকাল দশটায় আসতাম। রাত দশটায় ফিরতাম। এবার রেস্ট নেব। রোজ ১২ ঘণ্টা কাজ করার পর আজকের এটা আমার প্রাপ্য ছিল না। সমাবর্তনকে ঘিরে চরম অনিশ্চতা তৈরি হয়ে যায়। এনিয়ে মুখ খুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার ব্রিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ছিল বেশ কয়েকটি সংস্থা আয়োজিত গীতা পাঠের অনুষ্ঠান। সেখানেই সাংবাদিকদের এনিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সমাবর্তন শেষ মুহূর্তে বাতিল করা খুব খারাপ হয়েছে। আমি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে। কারও প্রতিনিধি আমি নই। আমি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে। বাংলার মানুষ আমি। সমাবর্তন আগেই বাতিল করে দেওয়া উচিত ছিল আচার্যের। একেবারে শেষ মুহূর্তে বাতিল করা ঠিক হয়নি। কাউকে দোষ দেব না। রাজ্যপাল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ভিসিও শিক্ষাবিদ। এটা না হলেই ভালো হতো। আমি ছাত্রছাত্রীদের হয়ে কথা বলব। সব চাত্রছাত্রী তো আর মাকু নয়! টুকরে টুকরে গ্যাং নয়! অনেক গ্রামের গরিব মানুষের ছেলে মেয়েরা সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিনকে

স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে তুলনা, বিতর্কে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামমন্দির উদ্বোধন ভারতের স্বাধীনতার দিবসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। ফলে ২২ জানুয়ারি ১৫ আগস্টের মতোই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এমনটাই মনে করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ । এদিন এমন বিতর্কিত মন্তব্য করেন ভিএইচপি সহ-সভপতি চম্পত রাই।উল্লেখ্য, রাম মন্দির আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বর্তমান সভাপতি চম্পত রাই। বাবরি মসজিদ ধ্বংস, সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়। যার জেরে বিতর্কিত রাম জন্মভূমিতে গড়ে উঠেছে রামলালার মন্দির। সেই মন্দির উদ্বোধন হবে ২২ জানুয়ারি। বলা বাহুল্য, উগ্র গেরুয়াপন্থীদের অন্যতম জয়ের দিন এটি। কার্যত সেই বার্তাই দিলেন রাই।আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।তার আগে ৩০ ডিসেম্বর অযোধ্যা বিমানবন্দরও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। রামমন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে ঢেলে সাজানো হয়েছে অযোধ্যার রেল স্টেশনকেও। সবখানেই রাম রাজত্ব তথা হিন্দুত্বের ছোঁয়া। লোকসভা ভোটের আগে আরও একবার হিন্দুত্বের পালা হাওয়া দিতে তৈরি গেরুয়া শিবির। ভিএইচপি নেতার বক্তব্যে সেকথাই প্রমাণিত হল। শনিবার রাই বলেন, '২২ জানুয়ারি দিনটি ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।' এছাড়াও ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর দিনটিকেও এই তালিকায় যুক্ত করেন রাই। ওই দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তথা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল। ঢাকায় আত্মসমর্পণ করেছিল পাক বাহিনী। এইসঙ্গে রাই রামমন্দির উদ্বোধনের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কার্গিল যুদ্ধ বিজয়েরও।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

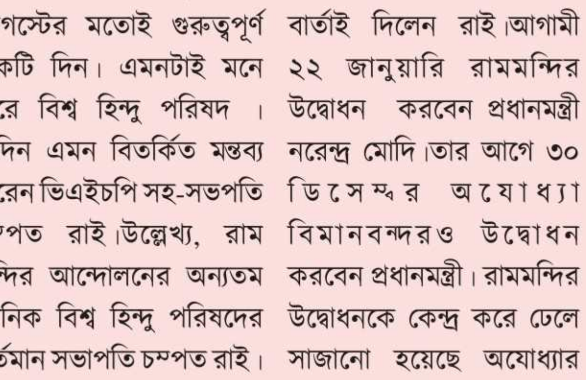

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পুরাণে সরস্বতী দেবীর উদ্ভব নিয়েও আছে বিশেষ উল্লেখ। ঋকবেদের দশম মণ্ডলে ঋষি মধুছন্দা গায়ত্রী ছন্দে সরস্বতী দেবীকে বন্দনা করেছেন গতিময় জীবন প্রত্যাশা করে। সংস্কৃত 'সরস' হলো পূর্ণতাপ্ন দাত্রী বা জ্যোতির্ময়ী বা ঐশ্বর্যময়ী। আবার 'সরস' অর্থ জল বা জীবনের প্রশান্তি। উভয় অর্থেই (সরস+বতী) সরস্বতী হলেন আলোকিত জীবনময়তার প্রতীক। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে পূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

রাজ্য রাজনীতি দেখুন খুনের মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে, দুষ্ট লোক তৎকালীন সময়ে বামদেবের আমলে হয়েছিল আজকের যুগেও তেমনি দুষ্টু লোক রজনীতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সত্যি ভালো মানুষগুলো আজ যেন সেই অত্যাচারী মানুষের হাতে অত্যাচারিত চলছে। আর বামদেবের সেই বড় মা আজও বাংলার এই অত্যাচারী মানুষগুলোর হাত থেকে রক্ষা করছে। স্বয়ং সিদ্ধ পিঠে যোগীদের আশ্রয়স্থল বামদেব মাতারা আবির্ভূত করেছিল চন্ডিপুরে। বীরভূমের চন্ডিপুর আজ একটি সিদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাস্থান হিসেবে ঘোষণা হয়েছে তারাপীঠ মহাপীঠ নামে। দিনের-পর-দিন কলম ধরছি তারাপীঠের জন্য কিন্তু মা তারা একটু একটু করে হয়তো মুখ তুলে তাকিয়ে আছে বিশ্বের দিকে । অত্যাচারী বিনাশ করার জন্য, মহামারির কবলে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে মানব জাতি,দিশেহারা হয়ে পরছে অতি সাধারণ মানুষ গুলো।আমরা নিজের আদিম সত্তাকে ভুলে গেছি, নিজের সত্তার ইতিহাস হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা। এ কথাটি লেখার আগে আমার স্মৃতিতে স্মৃতিচারণ হচ্ছে বারবার লেখার সত্তার ইতিহাসের কথা,স্বপন সরদার একজন সরকারি কর্মচারী তার সন্ধিক্ষণে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি বহুমুখী প্রতিভা পূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব,সারা ভারতবর্ষের আদিবাসীদের সাদরি ভাষার তিনি একজন গবেষক।তিনি একটি লেখাকে কতটা সমৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতে হয় সেটি আমাকে খুব ছোট থেকে শিখিয়েছিলেন।শিক্ষা ও জানার শেষ কোথাও নেই, তাই ভারতবর্ষের মনিঋষিদের বংশধর বাংলার বামাক্ষ্যাপা যা আজ বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয়।ভারত বর্ষ মুনি-ঋষিরা যেভাবে বংশ বিস্তার করেছিলেন তার কিছুটা কথা আজ উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসে। পৃথিবী যে একদম পুরোটাই ভারতবর্ষ ছিল তারও প্রমান খুব সহজেই পাওয়া যায় শাস্ত্র থেকে । উপরোক্ত গবেষণামূলক প্রতিবেদন থেকে অনেক গবেষকগণ স্বীকার করতে এখন আর দ্বিমত করে না।

এক সময় ধীরে ধীরে সেই ভারতবর্ষ ভেঙ্গে গড়ে সাতটি পৃথক মহাদেশ এবং বহু দেশ । মূলত, ককেশাস নামক স্থানকে বলা হয় শ্বেত মানবদের উৎপত্তি উৎস হিসেবে । বর্তমান বিশ্বের পশ্চিমা জগতের যেসব সাদা লোকদের দেখতে পাওয়া যায় তাদের উত্তরসূরীদের বসতি ছিল এই ককেশাস (coucasus) নামক স্থানে ।, মোসলেম এবং খ্রিষ্টানদের মতে এ স্থানেই ছিল স্বর্গের উদ্যান এটি হল আব্রাহামের বসতভূমি । যেটিকে ইন্দো ইউরোপীয়ান ককেশিয়ানদের পিতৃভূমি হিসেবে মনে করা হয় । তৈত্তিরীয় (Aitareya) উপনিষদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে । ব্রহ্মার পুত্র মরিচীর পুত্র ছিল কশ্যপ মুনি । ১২০ মিলিয়ন বছর পূর্বে কশ্যপ মুনি ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের পিতা হয়েছিলেন । এসমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের কিছু পৃথিবীর পশ্চিমে গেল আর কিছু গেল পূর্বে । কশ্যপ মুনি স্বয়ং ক্যাসপিয়ান সাগরের নিকটে ধ্যান মগ্ন হয়ছিল । যার বর্তমান নামকরণ অর্থাৎ ক্যাসপিয়ান সাগর ঐ কশ্যপ মুনির নামেই নামকরণকৃত । সূর্যদেব বিবস্বান ছিলেন কশ্যপ মুনির পুত্র যার স্ত্রী ছিলেন অদিতি । সূর্যদেবের অস্থিত্ব যে পশ্চিমা দেশেও ছিল তার প্রমাণ এখন পৃথিবীর অনেক স্থানে সূর্যদেবতাকে পূজার প্রচলন ।

কশ্যপ মুনি এবং দিতি থেকে সৃষ্ট দৈত্যরা তখন ইউরোপ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল । বর্তমানের টাইটানস (Titans) এবং টিউটনস (Teutons) ডাচ এবং ডিউটস্চল্যান্ড (Deutschland) এ নামগুলো দেয়া হয়েছে 'দৈত্য' শব্দ থেকে । এ থেকে দৈত্যদের অবস্থান যে একসময় ছিল তার প্রমাণ মেলে । ব্রহ্মার আরেক পুত্র অত্রি থেকে সোম বা চন্দ্র হয় । চন্দ্রের পুত্র বুদ্ধের পুত্র ছিল পুরুরভ ।এভাবে বংশানুক্রমে আয়ু নহুম এবং পরে যথাতির জন্ম হয় । যথাতির পাঁচ সন্তান ছিল । 'যদু' থেকে বেড়ে উঠে যদুবংশ যেখানে কৃষ্ণ বলরাম আবির্ভূত হয় এবং পুরু থেকে বেড়ে উঠে পুরুবংশ (যে বংশে কৌরব এবং পান্ডবরা জন্মেছিল) যারা হল ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, অর্জুন, যুদিষ্টির, ভীম, দূর্যোধন এবং মহারাজ পরিক্ষিত জন্ম নেয় । পুরু তখন বর্তমান মিশর স্থানটি পেয়েছিলেন তার রাজ্যের শাসনভার হিসেবে । পুরুর পুত্র ছিল প্রভির এবং প্রভিরের পুত্র ছিল মানুষ্য (গধহধঁ) যাকে মেনেস নামে ডাকা হত। যিনি পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের মতে মিশরের প্রথম বংশের প্রতিষ্ঠাতা । পুরুর বংশ এভাবে ফারাও রাজা পর্যন্ত অতিবাহিত হয়েছিল । মিশরকে অজপতি নামে নামকরন করা হয় । এই অজ জাতের পুত্র ছিল অজপতি । অপরদিকে অজ ছিল ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের পিতামহ রামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ছিল সূর্যবংশে, সূর্যদেবের আরেক নাম রবি । 'র' তখন মিশরে সূর্য বংশের একটি শাখার অন্তর্গত ছিলেন । সেখানকার রাজা হলেন রামেস । যেটি রাম-ইস ভগবান শ্রী রামচন্দ্র থেকেই নামকরণকৃত । পান্ডব পরিবারবর্গও একসময় মিশর এবং ইউরোপে এসেছিল যা এখন সাগরে নিমজ্জিত হয় । এভাবে পিরামিডের গায়ে বৈদিক সংস্কৃতির ছোঁয়া এখনও দেখতে পাওয়া যায় তার বিবরণ আমি পরবর্তী পোষ্টে দিব ।পরবর্তীতে তারা বর্তমানের ইসরাইলে গমন করে । যেটিকে বিশ্লেষন করলে দাঁড়ায় ইশ্বরাভলয় (ভূমি) তার অর্থ ইশ্বরের বাসস্থান । সুতরাং ইসরাইল ও তখন বৈদিক সংস্কৃতির সুরে নামকরণকৃত হয়েছিল ।

যযাতির তিনজন পুত্র বর্তমান ভারতের বাইরে যে দুটি রাজ্য পেয়েছিল সেগুলো হল তুর্কি এবং তুর্বাসা । যবনরা পেয়েছিল তুর্কি এবং তুর্বাসা পেয়েছিল ফার্সিয়া ইত্যাদি । মহাভারত অনুসারে (আদিপর্ব ৮৫.৩৪) তুর্বাসা দুর্যোধনের হয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিল ।অপরদিকে অনু পেয়েছিল গ্রীক এবং ইতালী । পরশুরামের বংশদূতরাও একসময় মিশরের রাজা ছিলেন । পরশুরাম ও যদু বংশজাত যাদের কিছু ইউরোপ এবং এশিয়াতেও এসেছিল । এর পরবর্তীতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রধান নীতি বর্ণাশ্রম ধর্ম বিভিন্ন কারনে হারিয়ে যায় । মহাভারত (আদিপর্ব ১৭৪.৩৮) অনুসারে ভীম এবং সহদেব পুলিন্দ (গ্রীকদের) জয় করেছিল কেননা তার ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল এর বাইরেও বিভিন্ন দেশে বর্তমান ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির ব্যবহারটাও অপরিসীম । বর্তমান 'নরওয়ে'

দেশটির নাম সংস্কৃত শব্দ 'নরক' থেকে এসেছে । 'সোভিয়াত' এসেছে 'শ্বেত' থেকে । 'রাশিয়া' 'ঋষি' থেকে এসেছে, এভাবে সাইবেরিয়া

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

অন্তরঙ্গ মুহূর্ত প্রকাশ্যে এনে সমালোচনার মুখে হৃতিকের প্রাক্তন স্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০১৪ সালে হৃতিক রোশানের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর অনেক দিন ধরে আর্সলান গোনির সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন সুজান খান। এরই মধ্যে অনেকবার এ জুটির বিয়ের গুঞ্জনও চাউর হয়েছে। এবার আর্সলানের ৩৭তম জন্মদিনে নিজেদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের কিছু ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছেন সুজান খান। মূলত, একাধিক ছবি ও ভিডিওর একটি কোলাজ নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন সুজান।

তাতে দেখা যায়, কখনো রেস্তোরাঁ, কখনো পার্টিতে প্রেমিকের ঠোঁটে-গালে চুম্বন করছেন সুজান। এ ভিডিওর ক্যাপশনে সুজান লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন আমার ভালোবাসা। তুমি আমার জীবনে সবচেয়ে বড় উপহার। আমি যা কল্পনা করি, তুমি আমাকে তারচেয়েও বেশি সুখী করেছো।'

এদিকে, সুজান-আর্সলানের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত দেখে নেটিজেনদের অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অনেকে সুজানকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, 'আর্সলান যদি সেরা উপহার হয়, তবে হৃতিক কি ছিল?' অনেকে বলছেন, এমন ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও কেন মানুষকে দেখাতে হবে?' এমন অসংখ্য মন্তব্য কমেন্ট বক্সে শোভা পাচ্ছে। তবে এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি সুজান।

উল্লেখ্য, 'বিগ বস' রিয়েলিটি শো খ্যাত আলি গনির ভাই আর্সলান গোনি। তিনিও পেশায় একজন অভিনেতা। টেলিভিশন জগতের একজন বন্ধুর মাধ্যমে সুজানের সঙ্গে তার পরিচয়। পরবর্তী সময়ে তারা প্রেমের সম্পর্কে জড়ান। এদিকে, ডিভোর্স হলেও হৃতিক-সুজান দু'জন মিলে প্রায়ই সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটান। সুজানের মতো হৃতিক এখন সাবা আজাদের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন।

ঐশ্বরিয়ার প্রেমে জড়াতে মানা করেছিলেন বিবেকের বাবা

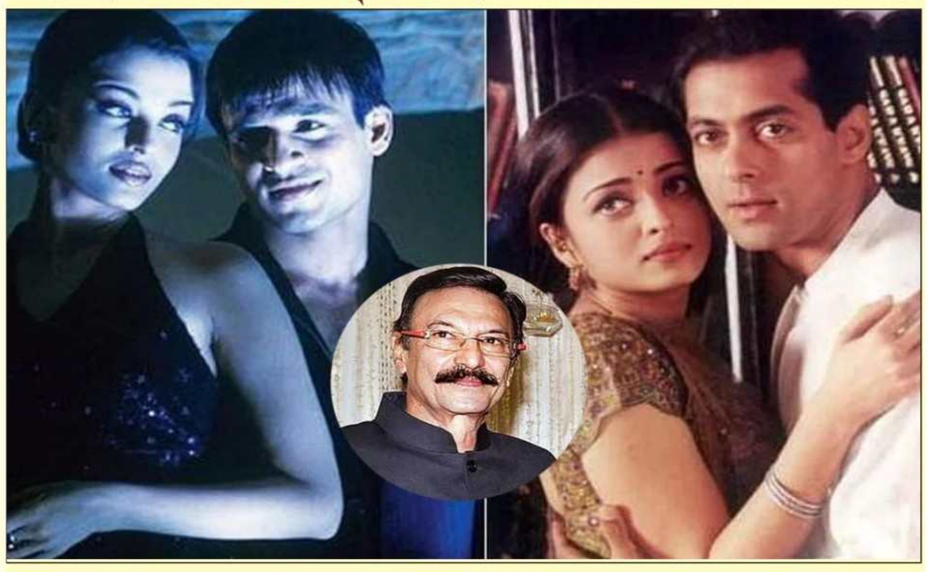

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ঐশ্বরিয়া রাই-অভিষেক বচ্চনের মধ্যে কলহ নিয়ে বচ্চন পরিবারে অশান্তি। শোনা যাচ্ছে, ঐশ্বরিয়া নাকি ইতিমধ্যেই আরাধ্যাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েছেন- খুলে ফেলেছেন বিয়ের আংটিও। এসব গুঞ্জনের মাঝেই মেয়ের স্কুলের অনুষ্ঠানে একসঙ্গে হাজির এই তারকা দম্পতি। সেই ভিডিও ভাইরাল হলে প্রশ্ন ওঠে- কী সত্যিই বিচ্ছেদের পথে এই দুই তারকা? নাকি অশান্তির ইতি ঘটেছে?

হাজার হাজার প্রশ্নের মাঝে হঠাৎই ভাইরাল হল ঐশ্বরিয়ার প্রাক্তন প্রেমিক বিবেক ওবেরয়ের বাবা অভিনেতা সুরেশ ওবেরয়ের একটি পুরনো সাক্ষাৎকার। যেখানে ঐশ্বরিয়াকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সুরেশ। ভাইরাল হওয়া পুরনো সাক্ষাৎকারে সুরেশ জানিয়েছিলেন, ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে বিবেকের যে প্রেম রয়েছে সেটা আমি জানতাম না। আমাকে প্রথম এই প্রেমের কথা বলেন পরিচালক রামগোপাল ভার্মা। তার পরেই আমি বিবেককে বুঝিয়ে ছিলাম, ঐশ্বরিয়ার থেকে দূরে থাকতে। কিন্তু বিবেক কথা শোনেননি।

কিন্তু হঠাৎ কেন বিবেককে এমন কথা বলেছিলেন সুরেশ ওবেরয়? নিন্দুকরা বলেন, সালমানকে ছাড়ার পর বিবেকের প্রেমে মজেছিলেন ঐশ্বরিয়া। সেই কারণেই নাকি বিবেকের প্রতি ক্ষোভ জমেছিল সালমানের। বিবেকের ক্যারিয়ার নষ্ট করার পিছনে নাকি সালমানের হাত রয়েছে। এই ভয়টাই নাকি পেয়েছিলেন সুরেশ। তাই আগাম সাবধান করেছিলেন ছেলেকে।

ভিকির যে 'গুণ' দেখে সবচেয়ে বেশি রেগে যান ক্যাটরিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিয়ের বয়স দু'বছর। ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর ভারতের রাজস্থানের সাওয়াই মাধোপুরের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় সাত পাক ঘোরেন বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ ও অভিনেতা ভিকি কৌশল। আগে থেকেই বলিপাড়ায় তাদের প্রেম নিয়ে ফিসফাস থাকলেও বিয়ের আগে কখনও নিজেদের সম্পর্কের বিষয়ে জনসমক্ষে মুখ খোলেননি ভিকি বা ক্যাটরিনা কেউই। বিয়ের পরে অবশ্যে দুই তারকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় চোখ রাখলেই স্পষ্ট হয়ে যায় তাদের সম্পর্কের রসায়ন। প্রেম করে বিয়ে, তারপরেও নাকি যুগলের মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়া-ঝামেলা লেগেই থাকে। তবে ভিকির কোন গুণ দেখলে খানিক রাগ করে ফেলেন ক্যাটরিনা?

ক্যাট ও ভিকির বয়সের ফারাক প্রায় পাঁচ বছর। তবে বলিউডে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে ভিকির থেকে অনেকটাই বেশি অভিজ্ঞ ক্যাটরিনা। শুধু তাই-ই নয়, বলিউডের সুপারস্টারদের তালিকাতেও প্রথমের দিকে নাম থাকে নায়িকার। কিন্তু ভিকি অবশ্য নিজের একটা আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছেন বলিউডে। সদ্য মুক্তি পেয়েছে ভিকির 'স্যাম বাহাদুর' ছবিটি। ছবি বক্স অফিসে তেমন একটা ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি। কিন্তু, ভিকির অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দর্শক থেকে সমালোচক। এদিকে নতুন বছরে মুক্তি পাবে ক্যাটরিনার অন্যতম প্রতীক্ষিত ছবি 'মেরি ক্রিসমাস'। প্রায় দু'বছর ধরে এই ছবির শুটিং করেছেন অভিনেত্রী। এই ছবিতে প্রথমবার দক্ষিণী অভিনেতা বিজয় সেতুপতির বিপরীতে দেখা যাবে তাকে। এক সাক্ষাৎকারে ক্যাটরিনা জানান, 'মেরি ক্রিসমাস' ছবির শুটিং চলাকালীন পরিচালক অভিনেত্রীকে তিন পাতার একটা সংলাপ পাঠান ঘরোয়া প্রস্তুতির জন্য। সেই সময় আগবাড়িয়ে ভিকির সাহায্য নেন। ক্যাটরিনার কথায়, "আমার তিন পাতা লম্বা একটা সংলাপ মুখস্থ করার ছিল। ভিকিকে বলি সেতুপতি অংশগুলো পড়তে যাতে মহড়ায় সাহায্য হয় আমার। খানিক বাদে যখন আমার সংলাপগুলো বলছি ভিকি কয়েক ঘণ্টায় পুরোটা মুখস্থ করে ফেলেছে। আমার তখনও আটকাচ্ছে। বড্ড রাগ হয় ওর অভিনয়ের প্রতি এই একাগ্রতা দেখে। আসলে ও অনায়াসে লাইনগুলো আত্মস্থ করতে পারে, যার প্রভাব দেখা যায় পর্দায়।"

প্রেমে পড়েছেন নার্গিস ফাখরি, জানালেন নিজেই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবসময়ই চর্চায় থেকেছেন বলিউড অভিনেত্রী নার্গিস ফাখরি। তিনি এক সময় অভিনেতা উদয় চোপড়ার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। যদিও সেই প্রেমের কথা প্রকাশ্যে বলা নিষেধ ছিল। দীর্ঘ ৫ বছরের প্রেমের সম্পর্ক কেন ভেঙে গিয়েছিল, তা এখনো অজানা। তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মানুষ কথা বলুক- এমনটা অপছন্দ তার। তবে এই নিয়ম ভেঙে নার্গিস ফাখরি নিজেই জানালেন, প্রেম করছেন তিনি। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ তথ্য জানান নার্গিস।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, ব্যক্তিগত জীবনে নার্গিসের সঙ্গে টনি বেগ নামে এক যুবককে দেখা গেছে। টনি ভারতের কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু বসবাস করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে; তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে কখনো মুখ খুলেননি নার্গিস। তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত জানাতে চাই না। তবে হ্যাঁ, আমার জীবনে কেউ একজন আছে। তাকে নিয়ে আমি খুবই সুখী।'

নিজেকে ভাগ্যবতী উল্লেখ করে নার্গিস ফাখরি বলেন, আমি খুবই ভাগ্যবতী। কারণ অনেকে আমাকে পছন্দ করেন। আমি খুবই মিশুক প্রকৃতির মানুষ। যত্নশীল মানুষের সঙ্গ পেতে পছন্দ করি। সম্পর্কে থাকা ব্যক্তির সঙ্গেই এটা করতে হবে এমনটা নয়। আমার সঙ্গে থাকা প্রত্যেকেই আমার সঙ্গ পছন্দ করেন। আমি তাদের সঙ্গে না থাকলে তারা আমাকে অনুভব করেন।'

টনির সঙ্গে কি অফিশিয়ালি এগুবেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে নার্গিস ফাখরি বলেন, 'অফিশিয়াল কি? বিবাহিত ব্যক্তিও তো অফিশিয়াল নন। আপনি যখন বলবেন, আপনি প্রেমে পড়েছেন, তখন সমস্ত রসায়নই ভুল পথে যাবে; কোনো কিছুই কাজ করবে না। এটিই ভালোবাসার 'ভুল', ভালো ভালোবাসা স্থিতিশীল; এটি আপনাকে স্বাভাবিকভাবে ঘরে নিয়ে যাবে।' উল্লেখ্য, বড় পর্দায় এখন খুব একটা নিয়মিত নন নার্গিস। মাঝে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। সম্প্রতি বিরতি ভেঙে ভারতে ফিরে ফের কাজ শুরু করেছেন।

সিংহাসন পুনরুদ্ধার বাবরের,
প্রথমবার শীর্ষে রশিদ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজে আদিল রশিদের দারুণ বোলিংয়ের প্রতিফলন পড়েছে র‍্যাঙ্কিংয়ে। প্রথমবারের মতো এই সংস্করণে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছেন এই ইংলিশ লেগ স্পিনার। ভারতের শুবমান গিলকে সরিয়ে ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছেন পাকিস্তানের বাবর আজম।

ক্যারিবিয়ান সফরে প্রথম চার ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়েছেন রশিদ। বুধবার (২০ ডিসেম্বর) আইসিসির র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদে দুই ধাপ এগিয়ে চূড়ায় উঠেছেন তিনি। এতদিন যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন ভারতের লেগ স্পিনার রাভি বিষ্ণই ও আফগানিস্তানের লেগ স্পিনার রাশিদ খান।

রাশিদ খান এখন আছেন দুই নম্বরে, তিনে নেমে গেছেন বিষ্ণই। তিন ধাপ এগিয়ে ছয়ে উঠেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঁহাতি স্পিনার আকিল হোসেন। তিন ধাপ এগিয়ে নবম স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার তাবরেজ শামসি। দ্বিতীয় ইংলিশ বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলেন আদিল রশিদ। এক দশক আগে শীর্ষে উঠেছিলেন অফ স্পিনার গ্রায়েম সোয়ান। রশিদের আগের সেরা অবস্থান ছিল দ্বিতীয়, উঠেছিলেন গত সেপ্টেম্বরে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ফিফটি এবং তৃতীয়টিতে সেঞ্চুরি করে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেছেন সূর্যকুমার ইয়াদাভ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা পাকিস্তানের মোহাম্মদ রিজওয়ানের (৭৮৭) চেয়ে ১০০ রেটিং পয়েন্টে এগিয়ে আছেন ভারতের বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান (৮৮৭)। এই সংস্করণে অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতো শীর্ষে আছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান।

ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বাবর শীর্ষে ফেরায় দুইয়ে নেমে গেছেন গিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের চলমান ওয়ানডে সিরিজে গিলকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। বাবর ও গিলের কেউ অবশ্য গত বিশ্বকাপের পর আর ওয়ানডে খেলেননি। ওই বিশ্বকাপের মাঝেই বাবরকে সরিয়ে শীর্ষে ওঠেন গিল। তার আগে টানা প্রায় আড়াই বছর চূড়ায় ছিলেন বাবর। ওয়ানডে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ ও অলরাউন্ডারদের তালিকায় বাংলাদেশের সাকিব যথারীতি শীর্ষে আছেন।

টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টের পারফরম্যান্সে (৪১ ও ৯০ রান) তিন ধাপ এগিয়ে চারে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাওয়াজা। ৯ ধাপ এগিয়ে ২৭ নম্বরে উঠেছেন খাওয়াজার উদ্বোধনী জুটির সঙ্গী ডেভিড ওয়ার্নার। পার্থে প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান।

টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে তিনে উঠেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তিন ধাপ এগিয়ে পাঁচে আছেন অফ স্পিনার ন্যাথান লায়ন। মিচেল স্টার্ক দুই ধাপ এগিয়ে আটে, জশ হেইজেলউড দুই ধাপ এগিয়ে ১০ নম্বরে আছেন। শীর্ষে যথারীতি ভারতের অফ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের চূড়ায় ভারতেরই রবীন্দ্র জাদেজা।

মেসির ম্যাচ দিয়েই
এমএলএসের নতুন মৌসুম শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলতে গিয়েই শিরোপার দেখা পেয়েছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল সুপারসস্টার লিওনেল মেসি। তবে, শেষটা সুন্দর হয়নি তার জন্য। লম্বা সময়ের জন্য ইনজুরির কারণে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে লিওকে। তার এই অনুপস্থিতি বেশ ভুগিয়েছে ইন্টার মায়ামিকেও। শেষের দিকে সম্ভাবনা জাগিয়েও এমএলএস প্লে-অফে জায়গা করে নিতে পারেনি দলটি।

তবে এবার মেসিকে আবার মাঠের খেলায় ফেরার দিকে চোখ দিতে হবে। আসন্ন ২০২৪ সালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের সূচি প্রকাশ করেছে লিগ কর্তৃপক্ষ। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামির ম্যাচ দিয়েই পর্দা উঠবে এমএলএসের নতুন মৌসুমের। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭ টায় রিয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ২০২৪ সালের এমএলএস মৌসুম। চারদিন পর ২৬ তারিখ মৌসুমের প্রথম বড় ম্যাচ ইন্টার মায়ামির। এমএলএসের ফেবারিট এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে ম্যাচ তাদের।

ইউরো খেলবেন না কোর্তোয়া

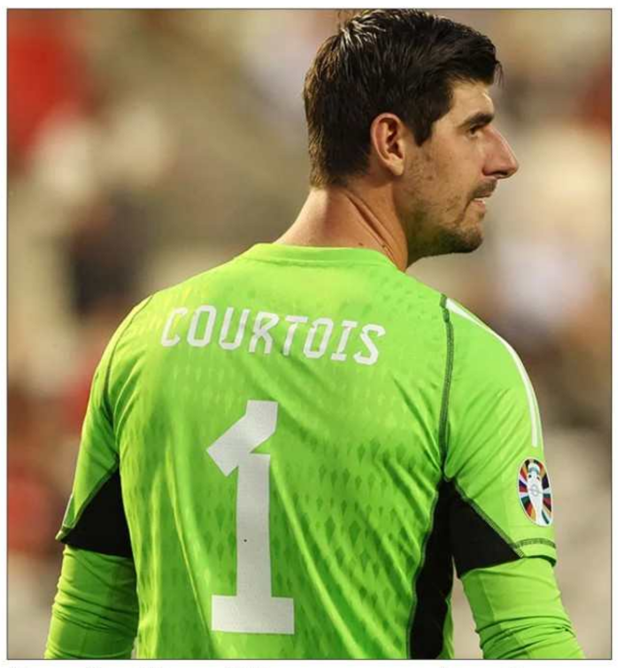

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি মৌসুম শুরুর আগেই গত আগস্টে হাঁটুর চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিটকে যান থিবো কোর্তোয়া। করানো হয় অস্ত্রোপচার। এরপর জানা যায়, আগামী বছর এপ্রিলে মাঠে ফিরতে পারবেন তিনি। কিন্তু সেটাও হয়তো হচ্ছে না। এমনকি জুনে হতে যাওয়া ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেও খেলা হচ্ছে না ৩১ বছর বয়সী এই গোলরক্ষকের।

বেলজিয়ান গণমাধ্যমে এই গোলরক্ষক বলেছেন, 'পুরোপুরি রিকভারী দরকার আমার। তাই পরিষ্কারভাবে নিজের অবস্থান জানানো দরকার। যদি ভাগ্যবান হয়ে থাকি তাহলে আগামী মে মাসে ম্যাচ খেলতে পারব কিন্তু টুর্নামেন্টের (ইউরো) জন্য প্রস্তুত হতে পারব না। ৮০-৮৫ শতাংশ ফিট হয়ে খেলতে চাই না আমি। দলকে আমি বাইরে থেকে সমর্থন দিতে চাই।'

ইউরোতে না খেলা মানেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলে দেবেন এমন নয়। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে আবারও বেলজিয়ামের গোলপোস্টের নিচে দাঁড়াতে চান রিয়াল মাদ্রিদে খেলা এই গোলরক্ষক।

আইপিএলের ইতিহাসে
কতটা পূরণ করতে পারল কলকাতা?
পাঁচ দামি ক্রিকেটার

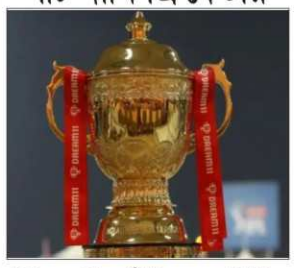

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলে ইতিহাস গড়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সব থেকে দামি ক্রিকেটারকে কিনেছে তারা। নিলামে অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ককে ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ রুপিতে কিনেছে কেকেআর। এর কিছুক্ষণ আগেই প্যাট কামিন্সকে ২০ কোটি ৫৯ লক্ষ রুপিতে কিনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। সেই রেকর্ড ভেঙে দেয় কেকেআর। গুজরাত টাইটান্সকে লড়াইয়ে টেক্কা দিয়েছে তারা।

১) মিচেল স্টার্ক: স্টার্কের ন্যূনতম দাম ছিল ২ কোটি রুপি। তাকে নিয়ে লড়াই শুরু হয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে। সেই লড়াই স্টার্কের দাম ১০ কোটি রুপিতে নিয়ে চলে যায়। তার পরে সেই লড়াইয়ে আসে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও গুজরাত টাইটান্স। দু'দলই মূল্য বাড়াতে থাকে। কেউ লড়াই ছাড়ছিল না। শেষ পর্যন্ত ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ রুপিতে অস্ট্রেলিয়ার পেসারকে কেনে কলকাতা।

২) প্যাট কামিন্স: আইপিএলের নিলামে যে কামিন্স বেশি দর পাবেন তা আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল। তার ন্যূনতম মূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। প্রথমে কামিন্সকে নিতে ঝাঁপায় চেন্নাই সুপার কিংস। তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের। পরে সেই লড়াইয়ে নামে আরসিবি ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। শেষ হাসি হাসে হায়দরাবাদ। ২০ কোটি ৫০ লক্ষ রুপিতে তাকে কেনে হায়দরাবাদ।

৩) স্যাম কারেন: গতবার নিলামে সব থেকে বেশি দাম পেয়েছিলেন কারেন। এবারের নিলামের আগে সেটিই ছিল সব থেকে বেশি দাম। ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডারকে ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ রুপি দিয়ে কেনে পাঞ্জাব কিংস।

৪) ক্যামেরন গ্রিন: গতবারই ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ রুপি পান গ্রিন। অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডারকে সবার সঙ্গে লড়াই শেষে কিনে নেয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। এবারের নিলামের আগে তাকে আরসিবিকে বিক্রি করে দেয় মুম্বাই।

৫) বেন স্টোকস: গত বারের আইপিএলে আরও এক জন ক্রিকেটার বেশি দামে বিক্রি হয়েছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার স্টোকস। ১৬ কোটি ২৫ লক্ষ রুপিতে তাকে কেনে চেন্নাই সুপার কিংস। পরের বারই তাকে ছেড়ে দেয় চেন্নাই।

কারাগারে থাকা আলভেসের
বিচার শুরু ফেব্রুয়ারিতে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : নাইটক্লাবে এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রায় এক বছর ধরে কারাগারে থাকা দানি আলভেসের বিচার শুরু হবে আগামী বছর। বিচারের জন্য ফেব্রুয়ারির ৫ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করার কথা বুধবার জানিয়েছে স্পেনের আদালত। বাদী ওই নারীর অভিযোগ, গত বছরের ডিসেম্বরে বার্সেলোনার একটি নাইটক্লাবে তাকে ধর্ষণ করেছিলেন আলভেস। এই অভিযোগে গত জানুয়ারিতে বার্সেলোনায় তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে স্পেনের আদালত তার জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তখন থেকেই বার্সেলোনার একটি কারাগারে আছেন বার্সেলোনার সাবেক এই ডিফেন্ডার।

স্পেনের গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, নাইটক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে ছিলেন ওই নারী। সম্মতি ছাড়াই আলভেস নাকি তার অন্তর্বাসের নিচের দিকে স্পর্শ করেন। ওই নারীর অভিযোগ, আলভেস তাকে চড় মারেন এবং নাইটক্লাবের বাথরুমে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

শুরুতে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন আলভেস। গ্রেপ্তার হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে স্থানীয় টিভি চ্যানেল আন্তেনা থ্রি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই ফুটবলার বলেছিলেন, ওই নারীকে তিনি চেনেন না। পরে গত এপ্রিলে সাক্ষ্য পরিবর্তন করেন তিনি। স্বীকার করে নেন অভিযোগকারী নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা। তবে দুইজনের সম্মতিতে তা হয়েছিল বলে দাবি করেন আলভেস।

বার্সেলোনার একটি আদালত গত অগাস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে আলভেসকে অভিযুক্ত করে এবং পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে, তাকে বিচারের জন্য পাঠাতে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আলভেসের ৯ বছরের জেল চেয়েছেন স্পেনের এক প্রসিকিউটর।

স্পেনে ধর্ষণের কোনো ঘটনা প্রথমে তদন্ত হয় সাধারণ যৌণ নির্যাতনের অভিযোগ হিসেবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে ৪ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।

গ্রেপ্তার হওয়ার পর আলভেসের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে তার তখনকার ক্লাব পুমাস। বার্সেলোনা, ইউভেন্তুস ও পিএসজির মতো ইউরোপের বড় ক্লাবে খেলা এই ডিফেন্ডারের সঙ্গে পরে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার স্ত্রী জোয়ানা সানস।

ব্রাজিলের হয়ে আলভেস খেলেছেন ১২৬ ম্যাচ। গত ডিসেম্বরে কাতার বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের বিপক্ষে ম্যাচে ব্রাজিলের অধিনায়কত্ব করেন তিনি।

কোপার আগে ৪ ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের। সর্বশেষ চার ম্যাচের তিনটিতে হার ও একটি ড্র নিয়ে বিপর্যস্ত সেলেসাও শিবির। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল ছয় নম্বরে নেমে গেছে। তবুও মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চ কোপা আমেরিকায় তারা নতুন উদ্যমে নামতে চায়। সে লক্ষ্যে আগামী জুনে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এছাড়া বিশ্ব ফুটবলের দুই পরাশক্তি ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে মার্চে তারা প্রীতি ম্যাচের সূচিও ঠিক করেছে।

ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) এসব ম্যাচ খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। জুনে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচে ব্রাজিল লড়বে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোর বিপক্ষে। এর আগে ২৩ মার্চ লন্ডনে প্রীতি ম্যাচে সাম্বাবয়দের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। এরপর ২৬ মার্চ মাদ্রিদে অন্য প্রস্তুতি ম্যাচে ব্রাজিল স্পেনের মুখোমুখি হবে।

সূচি ঘোষণার আগে মাঠের ব্যর্থতার সঙ্গে ব্রাজিল শিবিরে নতুন দুঃসংবাদ যুক্ত করেছেন দলের প্রধান তারকা নেইমার জুনিয়র। কোপা আমেরিকা থেকে তার ছিটকে যাওয়ার খবর জানিয়েছেন ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার। নেইমারকে হারিয়ে কোপা আমেরিকার আগে ব্রাজিল পুরোনো ছন্দে ফিরতে পারবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

নেইমারের কোপা আমেরিকা শেষ?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকার জন্য সবরকমের চেষ্টাই করে যাচ্ছেন ব্রাজিলের পোস্টারবয় নেইমার জুনিয়র। তবে জাতীয় দলের চিকিৎসক লাসমার জানালেন অন্যকথা। শেষ পর্যন্ত হয়ত কোপা আমেরিকা মিসই করতে চলেছেন ব্রাজিলিয়ান এই সুপারস্টার! আর সোশ্যাল মিডিয়ায় তা নিশ্চিত করেছেন ফুটবলের বিশ্বস্ত সূত্র ফ্যাব্রিজিও রোমানো। ২০২৪ সালের জুন-জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবে কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর। আর সেসময় পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার একেবারেই শেষদিকে থাকবেন নেইমার। তবে সেটা মাঠে ফেরার জন্য উপযুক্ত না। নেইমারের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে ব্রাজিলের চিকিৎসক জানালেন, 'সময় পাওয়া যাবে না। খুবই কাছাকাছি সময় হয়ে এসেছে (কোপা আমেরিকা)।'

নেইমার কবে মাঠে ফিরবেন সেই আভাসও দিয়ে রেখেছেন এই চিকিৎসক, 'পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় কোনো ধাপ বাদ দেওয়ার অর্থ হয় না। আমাদের লক্ষ্য, সে ২০২৪ সালের ইউরোপিয়ান মৌসুম শুরুর আগে মাঠে ফেরার জন্য প্রস্তুত হবে। যেটা আগস্ট মাসে পড়ছে।'

ক্যারিয়ারের প্রায় পুরো সময় ইনজুরিতে কাটানোর কারণে ব্রাজিলের হয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট এরইমাঝে মিস করেছেন নেইমার জুনিয়র। ২০১৩ সালের কনফেডারেশন্স কাপ এবং ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে স্বর্ণপদক এখন পর্যন্ত তার বড় প্রাপ্তি। ২০১৯ সালে ব্রাজিল কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতলেও ইনজুরির কারণে সেই স্কোয়াডে ছিলেন না নেইমার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR